তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 20 FEB 1989
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

013

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্র চাই

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের হল ডাইনিং-এ দুপুর একটা ও রাত সাড়ে আটটার পর খাবার থাকে না। ছাত্ররা কি তবে উপোস থাকে? থাকে না। বাইরের হোটেলে খায়। ৬ টাকার স্থলে ১২ টাকা দিয়ে খায়। অর্থাৎ খরচ বাড়ে। ছাত্রের বাজেট ঘাটতির কারণে অভিভাবকের কষ্ট বাড়ে। তবুও তো বিকল্প আছে। অন্ততঃ অনাহারে কাটাতে হয় না। কিন্তু গ্রন্থাগার, সেমিনার ও হল পাঠাগারের বইপত্রের অভাবে কি হয়? কিছুই হয় না। কেন না, বই পড়াতো বাঁচা মরার সমস্যা নয়। ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ার আগ্রহও এত মাথাচাড়া দিয়ে উঠেনি। উঠেনি যে এটাই কর্তৃপক্ষের জন্য সুসংবাদ। নচেৎ বিপদ হবে। সব জেনে গেল চোখ খুলে যাবে। মানবে কম। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় তো ছাত্র-ছাত্রীদের চোখ খোলার জন্যে, জানার জন্যে। জ্ঞানের রাজ্যে জ্ঞানপিপাসু তরুণতরুণীদের প্রবেশ করানোই তো বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব।

হোটেল চালানো লাভজনক ব্যবসা; কিন্তু বইয়ের ব্যবসা তত লাভজনক নয়। তাই ডাইনিং-এর বিকল্প হিসেবে হোটেল চালু হলেও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, সেমিনার, হল পাঠাগারের বিকল্প হিসেবে 'বই বিক্রয় কেন্দ্র' একটিও গড়ে উঠেনি। এক মাত্র শফি ভাই-ই ছাত্রছাত্রীদের শেষ ভরসা। যার বুকষ্টলে গুটিকয় দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা ছাড়া অন্য কিছু জুটে না। তবে কি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ১৩।১৪ হাজার ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকা ও কর্মচারী আছেন তারা বই কিনেন না? না, এতবড় মিথ্যা অপবাদ দিতে পারবো না। তারাও বইপত্র কিনেন। শিক্ষাবর্ষের শুরুতে যা না কিনলেই নয়—পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত বই ছাত্রছাত্রীরা কিনেন। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৮ কি: মি: দূরের শহরস্থ বুকষ্টলে তারা বই কিনতে যান। এরই ফাকে কেউ কেউ হয়ত পাঠ্যসূচীর বহির্ভূত দেশী-বিদেশী লেখকের বই পত্র, ম্যাগাজিন, জার্নাল ইত্যাদি কিনেও থাকেন, যদিও তাঁরা সংখ্যায় নগণ্য। দ্রব্য ক্রয় বিক্রয়ে প্রচার-বিজ্ঞাপন, সহজলভ্যতা (প্রাপ্যতা) অর্থনীতিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এমতাবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রছাত্রীদের হাতের কাছে পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্র থাকলে নিঃসন্দেহে সকলে উক্ত 'পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্রে' বইপত্র ম্যাগাজিন, জার্নাল ইত্যাদি কিনতো। ছাত্র-ছাত্রীরা শহরের দিকে ছুটত না। বিশ্ববিদ্যালয় বিক্রয় কেন্দ্রকে ঘিরে একটি ব্যাপক ক্রেতা গোষ্ঠি তথা পাঠক গোষ্ঠী গড়ে উঠতে পারতো। ফলশ্রুতিতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞানের ভুবন হতে পারতো আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত।

"ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিক্রয় সংস্থার মতো করে" চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্র প্রশাসনিক উদ্যোগে গড়া যেতে পারে। যে গ্রন্থকেন্দ্র থেকে ছাত্রছাত্রীরা চাহিদা মতো বিভিন্ন বইপুস্তক ও পত্রপত্রিকা ২৫% কমিশনে কেনার সুযোগ ভোগ করতে পারবে, যা শিক্ষক। শিক্ষিকা ও কর্মচারিগণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

ছাত্রছাত্রী তথা আমাদের জ্ঞানতৃষ্ণার প্রতি সদয় দৃষ্টি রেখে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও মাননীয় উপাচার্য "বিশ্ববিদ্যালয় পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্র"-এর মতো অতীব গুরুত্বপূর্ণ দাবীর বাস্তবায়ন আশু উদ্যোগ নেবেন এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

মো: রিয়াজুল হক,
৩৪৪, শাহ আমানত হল,
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।